Deaf Child Worldwide

গ্লু ইয়ার

পিতা-মাতার জন্য
একটি নির্দেশিকা

www.deafchildworldwide.org

আমাদের লক্ষ্য হলো বধির
শিশুদের জন্য একটি বাধামুক্ত
জগৎ সৃষ্টি করা

সূচীপত্র

১.	ভূমিকা	৫
২.	গ্লু ইয়ার কী?	৬
৩.	গ্লু ইয়ারের কারণ কী এবং তা প্রতিরোধের উপায়?	৮
৪.	আমার সন্তানের গ্লু ইয়ার আছে কী?	১১
৫.	এর জন্য কী ধরণের চিকিৎসা রয়েছে?	১২
৬.	ক্লিনিকে কী করা যেতে পারে?	১৫
৭.	গ্রোমেটস	১৬
৮.	ওটোভেন্ট	১৮
৯.	হিয়ারিং এইড	১৯
১০.	কী করলে আমার ছেলে সহজে শুনতে পারে?	২২

বধির শব্দটির মাধ্যমে হালকা থেকে গভীর সব প্রকারের শ্রুতিহীনতাকে বোঝানো হয়েছে। এক কানে না শোনা কিংবা অস্থায়ীভাবে কম শুনতে পাওয়া অর্থাৎ গ্লু ইয়ার দুইই এর মধ্যে পড়ে।
মাতা-পিতা শব্দটির মাধ্যমে সব বাবা-মা বা বাচ্চাদের অবিভাবকের কথা বলা হয়েছে।

1 ভূমিকা

গ্লু ইয়ার শৈশবকালিন বাচ্চাদের একটি সবচেয়ে সাধারণ অসুখ। পূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার ১০ থেকে ২০ শতাংশ স্কুল পড়ুয়ার একবার অন্তত গ্লু ইয়ার হয়ে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহরগুলি অপেক্ষা বস্তির বাচ্চাদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। পাঁচ বছরের কম বাচ্চাদের মধ্যে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

সাধারণত গ্লু ইয়ার কিছুদিনের পর সেরে য়ায়, কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে কিশোরাবস্থা পর্যন্ত এটি থাকে।

কানের সংক্রমণের সঙ্গে এটি যুক্ত থাকলেও কখনো কখনো গ্লু ইয়ারের প্রত্যক্ষ কোনো কারণ জানা সম্ভব হয় না।

গ্লু ইয়ারের কারণে তরুণদের মধ্যে একধরণের ক্ষণস্থায়ী বধিরতা আসে আর তাদের কথা-বলাও একটু দেরীতে শুরু হতে পারে। এর ফলে বাচ্চার আচরণ এবং স্কুলে পড়াশোনার বিকাশেও প্রভাব পড়তে পারে।

এই পুস্তিকায় গ্লু ইয়ার কি, কেমন করে জানবেন যে আপনার বাচ্চার গ্লু ইয়ার হয়েছে কিনা, এবং আপনার বাচ্চার গ্লু ইয়ার হলে কীভাবে তাকে সাহায্য করবেন - তা জানতে পারবেন।

2 গ্লু ইয়ার কী?

যখন মধ্যকর্ণ (কানের পর্দার পেছনের ভাগ) আঠালো তরলে ভরে যায় তখন সেই অবস্থাকে গ্লু ইয়ার বলা হয়।

সঠিকভাবে কাজের জন্য মধ্যকর্ণে পর্যাপ্ত হাওয়া থাকা প্রয়োজন। হাওয়া ইউস্টেশিয়ান টিউবের ভেতর দিয়ে গলার পেছনে থাকা মধ্যকর্ণে পৌঁছয়। যদি ইউস্টেশিয়ান টিউব বন্ধ থাকে তাহলে হাওয়া মধ্যকর্ণে পৌঁছতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে মধ্যকর্ণের কোষ থেকে একধরণের তরল বেরোতে থাকে। বেশ কিছুদিন এইভাবে বেরোতে থাকা তরল ধীরে ধীরে আঠার মতো চিটচিটে হয়ে ওঠে। পরিণত বয়সের মতো শৈশব অবস্থাতে ইউস্টেশিয়ান টিউবটি খাড়া এবং চওড়া থাকে না ফলে মধ্যকর্ণ থেকে তরল পদার্থ সহজে বেরিয়ে আসার রাস্তা পায় না।

মধ্যকর্ণ তরলে ভরে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শব্দ কানের ভেতরে যাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে এবং তখন আস্তে-বলা-শব্দ শোনা অসুবিধে হয়ে পড়ে। আঙুল কানে দিয়ে শব্দ শোনার মতো মনে হয়। এই জন্য সচেতন থাকা প্রয়োজন, বাচ্চাকে বলা সব কথা সে সব সময় শুনতে সক্ষম নাও হতে পারে।

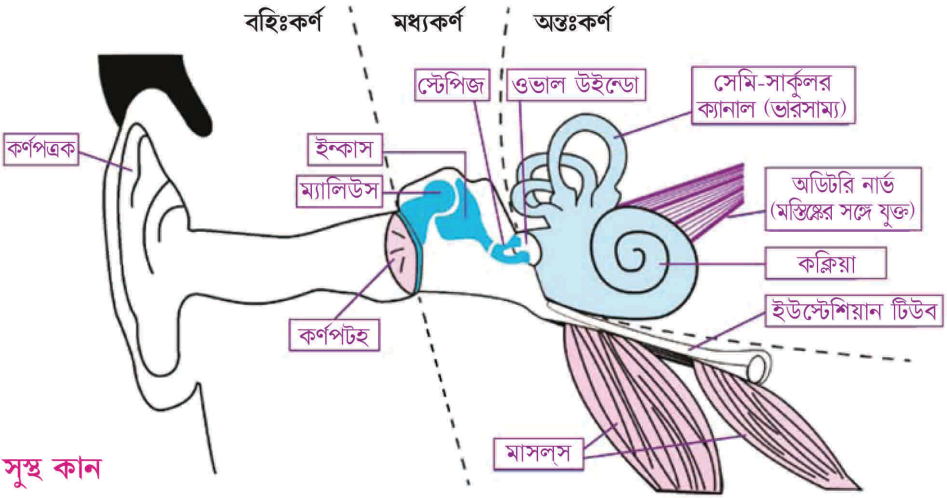

সুস্থ কান

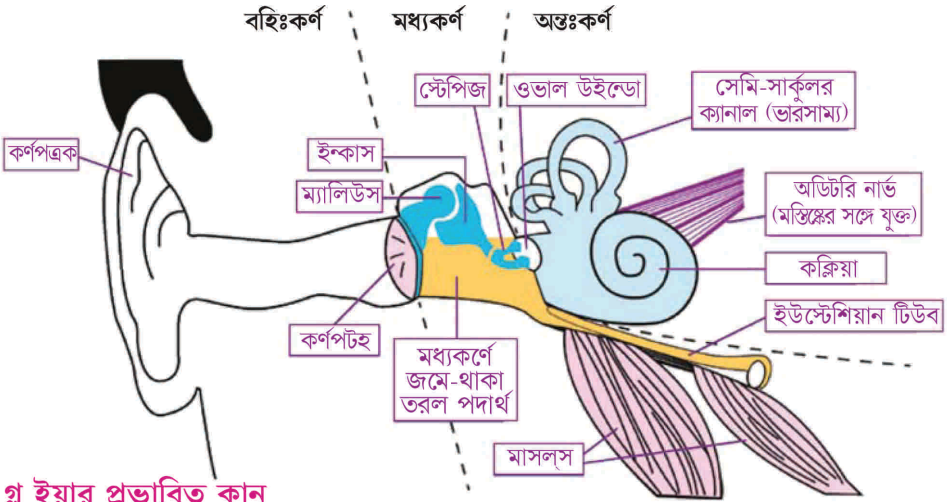

গ্লু ইয়ার প্রভাবিত কান

কান কীভাবে কাজ করে এ ব্যাপারে বিশদ জানতে আপনি লেখা/বই ডাউনলোড করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট থেকে
www.ndcs.org.uk/family_support/glossary

3 গ্লু ইয়ারের কারণ কী এবং তা প্রতিরোধের উপায়?

বিভিন্ন কারণে গ্লু ইয়ার হতে পারে, যেমন ঠাণ্ডা লাগা ও ফ্লু, অ্যালার্জি, প্যাসিভ স্মোকিং (অন্যের ধূমপানের সংস্পর্শে থাকা) নোংরা জলে স্নান এবং সাঁতার ইত্যাদি। সব সময় না হলেও, কানের সংক্রমণে এদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় যেসব বাচ্চার ক্লেফ্‌ট প্যালেট বা ডাউন সিন্ড্রোম নামে একধরণের বংশানুক্রমিক শারীরিক বিকার থাকে, এই অঙ্গগত বিকারের ফলে ইউস্টেশিয়ান টিউব খুব ছোট হয় এবং সঠিকভাবে কাজ করেনা।

স্তন্যপান

গবেষণায় দেখা গেছে স্তন্যপানের ফলে বাচ্চা এবং কিশোরদের মধ্যে গ্লু ইয়ার হওয়ার প্রবণতা কমে যায়। মাতৃদুগ্ধে প্রোটিনের পরিমাণ যথেষ্ট থাকায় বাচ্চাকে কানের সংক্রমণ হতে দেয় না এবং পরবর্তীকালে স্তন্যপান বন্ধ হওয়ার পর বাচ্চার কিশোর বয়সে গ্লু ইয়ার থেকে তাকে রক্ষা করে।

বাচ্চা শুয়ে শুয়ে দুধ খেলে মুখের পেছনে জমা- হওয়া তরল থেকে গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই জমা- হওয়া তরল ইউস্টেশিয়ান টিউবের মধ্য দিয়ে কানে পৌঁছতে পারে। এইভাবে টিউবের মধ্য দিয়ে জীবাণু কানে ছড়িয়ে পড়ে এবং সংক্রমণ ঘটায় এবং যার পরিণতি গ্লু ইয়ার রূপে ধরা পড়ে।

ধোঁয়ামুক্ত পরিবেশ

ইউনাইটেড কিংডম (ইউকে) এর স্বাস্থ্য বিভাগের গবেষণায় দেখা গেছে যা সেই সব বাচ্চাদের গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী যারা ধোঁয়াবহুল পরিবেশে থাকে। যে সব জায়গায় কাঠ, কয়লা এবং তেল পুড়িয়ে আগুন বের হয় সেই সব জায়গাও এর মধ্যে পড়ে। ধোঁয়াবহুল রান্নাঘরে রান্নার সময় বাচ্চাকে কাছে রেখে যারা রান্না করেন, সেই সব পরিবারের বাচ্চাদের গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী হয়। সিগারেটের ধোঁয়া থেকে ও বাচ্চার গ্লু ইয়ার হতে পারে। পরিবেশে ধোঁয়ার উপস্থিতি বাচ্চার গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

এই কারণে মা-বাবার অবশ্য কর্তব্য হলো বাচ্চাকে ধোঁয়াযুক্ত পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। বাস্তবে এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে বাচ্চাকে যতটা সম্ভব ধোঁয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কেবল একটা দরজা বা জানালা খুলে দিলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না, হাওয়াতে অনেক বিপজ্জনক কণা থাকে যা গ্লু ইয়ার হওয়ার কারণ হতে পারে।

অপুষ্টি

অপুষ্টির কারণে বাচ্চার ওজন কমে যায় এবং শারীরিক বিকাশ সঠিকভাবে হয় না এবং এর ফলে বাচ্চার প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, বাচ্চার এই রূপ অপুষ্টিযুক্ত শারীরিক অবস্থায় গ্লু ইয়ারের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

বাড়িতে প্রতিবিধান

আপনার বাচ্চার কানের যন্ত্রণার প্রতিষেধক হিসেবে বাড়িতে বাচ্চার কানে তেল বা অন্য কোনো জিনিস প্রয়োগ করলে কানের ক্ষতি আরো বেড়ে যেতে পারে এবং পরে কানের সমস্যা আরো গম্ভীর হতে পারে।

4 আমার সন্তানের গ্লু ইয়ার আছে কী?

নিম্নলিখিত গ্লু ইয়ারের সাধারণ লক্ষণগুলির কোনোটি আপনার বাচ্চার মধ্যে লক্ষ্য করেছেন কী?

- আচরণে কোনো পরিবর্তন
- হঠাৎ ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে পড়া
- মনঃসংযোগের অভাব
- এক খেলতে চাওয়া
- ডাকে সাড়া না দেওয়া
- ঘন ঘন সর্দি-কাশিতে ভোগা
- জবড়জং বা ভারসাম্য সমস্যা
- প্রভাবিত কানে যন্ত্রণা কিংবা ঘন ঘন কানে সংক্রমণ
- কথা বলার, কথা বোঝার বা সবার সঙ্গে মেলামেশায় সমস্যা

এই লক্ষণগুলি অনেক সময় জিদ, কর্কশতা এবং দুষ্টুমি বলে ভুল হয়। ফলে গ্লু ইয়ার-হওয়া বাচ্চাকে ভুল করে জেদী বাচ্চার তকমা দেওয়া হয়।

অস্থায়ী বধিরতার কারণে গ্লু ইয়ার হতে পারে, বাচ্চা অনেক দিন ধরে কম শুনতে পারে, সঠিক সময়ে কথা না বলে বাচ্চার কথা বলতে দেরী হতে পারে আবার কথা বলার সময় কিছু অংশ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে নাও পারে। যাই হোক, দেখা যায় বাচ্চার গ্লু ইয়ারের সমস্যা ঠিক হয়ে গেলেও, কথা বলা এবং ভাষা বুঝতে একটু সময় লাগে। গ্লু ইয়ার হলে বাচ্চারা স্কুলে পড়োশোনায় পিছিয়ে পড়ে এবং অপরের সাহায্য সহানুভূতি না পেলে খুব উগ্র স্বভাবেরও হয়ে ওঠে।

5 গ্লু ইয়ারের জন্য কী ধরণের চিকিৎসা রয়েছে?

যদি আপনি দেখেন যে আপনার বাচ্চা কানে খাটো শুনছে বা তার শুনতে কষ্ট হচ্ছে তাহলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, সম্ভব হলে স্থানীয় হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রের কান, নাক, গলা (ইএনটি) বিভাগে দেখান।

পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের গ্লু ইয়ার এবং এই ব্যাপারে হওয়া সংক্রকণের দরুণ ডাক্তার দেখানো অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। খুব বেশি ঠাণ্ডা লেগে গ্লু ইয়ার হলে, সর্দি-কাশি সেরে যাওয়ার পর কানের কনজেসন স্বাভাবিক হয়ে যায়।

ডাক্তার আপনার বাচ্চার কান পরীক্ষা করে বলে দেন বাচ্চাটির গ্লু ইয়ার হয়েছে কিনা। বাচ্চার কান কনজেস্টেড (তরল পদার্থে দরুন বন্ধ কিনা) না কানে আর কিছু হয়েছে সে ব্যাপারেও তিনি বুঝিয়ে বলে দেন।

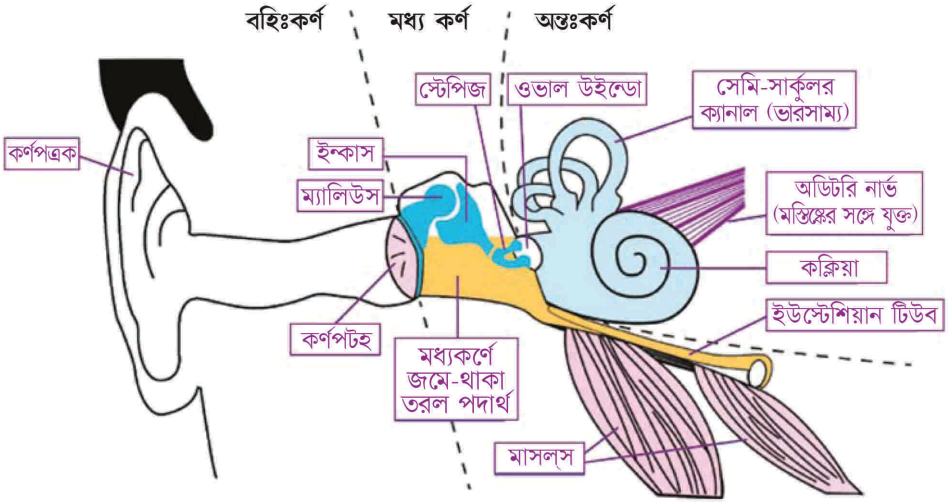

বাচ্চার কানের যন্ত্রণার কথা বললে আপনার ডাক্তার যন্ত্রণা কীভাবে কমানো যায় তার পরামর্শ দেবেন। গ্লু ইয়ার বা শৈশবাবস্থায় কানের সাধারণ সংক্রমণের জন্য ডাক্তাররা অ্যান্টিবায়োটিক দেন না, গুরুতর পরিস্থিতি দেখলে তখন হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরামর্শ দেন। আপনার এলাকায় অডলোজি ক্লিনিকের সুবিধা থাকলে ডাক্তার হয়তো আপনার বাচ্চার হিয়ারিং অ্যাসেসমেন্টের জন্য ওখানে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন, কারণ গ্লু ইয়ার কোনো চিকিৎসা ছাড়াই কখনো কখনো নিজে থেকে ঠিক হয়ে যায়, সাধারণভাবে তিন মাস ব্যাপারটি নজরে রাখতে হয়।

যদি গ্লু ইয়ার নিজে থেকে ঠিক হয়ে না যায়, তাহলে আপনার ডাক্তার স্থানীয় হাসপাতাল বা স্থানীয় কোনো কানের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখানোর জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি আপনার নিকটবর্তী কোনো বড় শহর বা আপনার জেলার কর্ণ বিশেষজ্ঞেরও পরামর্শ নিতে পারেন।

6 ক্লিনিকে কী করা যেতে পারে?

কর্ণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আপনার বাচ্চার কান পরীক্ষা করে এবং কানের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মত জানাবেন।

ডাক্তার আপনার বাচ্চার জন্য বিভিন্ন জিনিসের পরামর্শ দিতে পারেন, যার অনেক কিছুই স্থানীয় এলাকায় সুলভ হওয়ার ব্যাপারে নির্ভর করে।

টিম্প্যানোমেট্রি টেস্ট একধরণের পরীক্ষা যার মাধ্যমে কানের পর্দা কতটা নাড়ানো যেতে পারে তা মাপা যায়। যদি মধ্য কর্ণে তরল পদার্থ জমা হয়ে থাকে তাহলে কানের পর্দা ঠিক মতো নড়ানো যায় না। এই পরীক্ষা করতে প্রায় এক মিনিট সময় লাগে এবং এই পরীক্ষায় কোনো ব্যথা-যন্ত্রণা নেই।

টিম্প্যানোগ্রামের একটি উদাহরণ

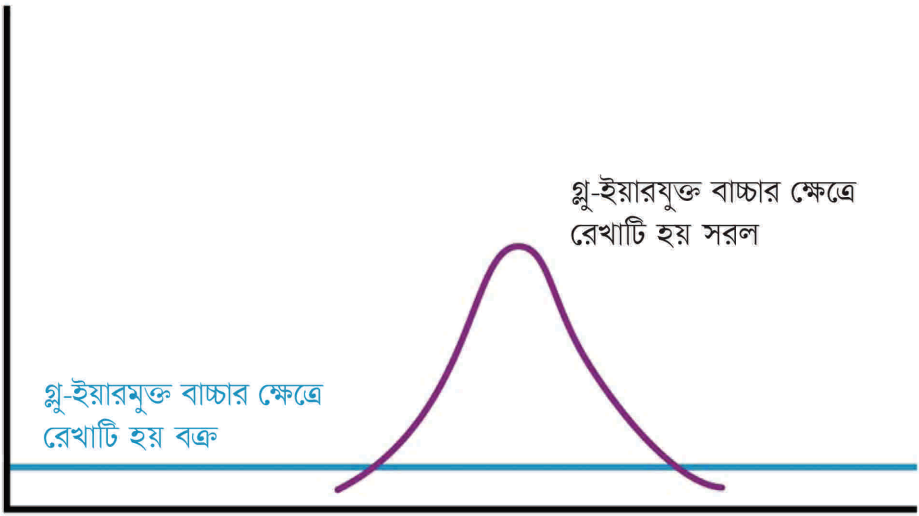

গ্লু ইয়ার-এর ফলে আপনার বাচ্চার শোনার ক্ষমতায় কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা এবং তা কতটা পরিমাণেই বা পড়েছে তা যাচাই করার জন্য হিয়ারিং টেস্ট করানো দরকার। তবে এই পরীক্ষা আপনার বাচ্চার বয়সের উপর নির্ভর করে।

আপনার বাচ্চার যা পরীক্ষাই করা হোক না কেন, কর্ণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাচ্চার পরীক্ষার ফল অনুযায়ী কানের পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনাকে সবিশেষ জানাবেন এবং সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা কী হতে পারে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন।

টিম্প্যানোমেট্রি এবং হিয়ারিং টেস্ট কেবলকাত্র শহরেই হয়, তবে চিকিৎসা খরচ নির্ভর করে হাসপাতালটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত না বেসরকারী।

7 গ্রোমেট্স

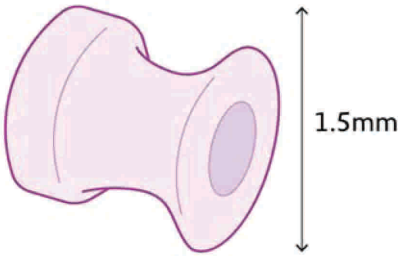

যদি আপনার বাচ্চার গ্লু ইয়ার নিজে থেকে না চলে যায়, তাহলে ডাক্তার আপনার বাচ্চার গ্লু ইয়ার ঠিক করার জন্য আরো কিছু প্রক্রিয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। এই সব প্রক্রিয়া সব বাচ্চার জন্য সম্ভব হয় না, কারণ তা প্রধানত নির্ভর করে অবস্থা কতটা গুরুতর এবং আপনার এলাকায় এই প্রক্রিয়া কতটা সুলভ তার উপর।

গ্রোমেট্ - প্লাস্টিকের একটি ছোটো টিউব যা হাসপাতালে জেনারেল অ্যানাস্থেটিক করিয়ে সামান্য অপারেশনের মাধ্যমে ইয়ারড্রামে রাখা হয়। বাচ্চার মধ্যকর্ণ থেকে তরল পদার্থ বের করে দিয়ে গ্রোমেট্সটি প্রতিস্থাপন করা হয়। গ্রোমেট্স মাঝের কানে হাওয়া চলাচল বজায় রাখায় সাহায্য করে এবং তরল পদার্থ তৈরি হওয়া থেকে কানকে বাঁচায়।

সাধারণভাবে ইয়ারড্রাম ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এবং গ্রোমেট্গুলিকে ঠেলে বার করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত ঐখানেই গ্রোমেট্গুলিকে রাখা হয়। কখনো কখনো দেখা যায় তরল পদার্থ আবার জমা হতে থাকে তখন পুনরায় গ্রোমেট অপারেশনের কথা বিবেচনা করা হয়। আপনার বাচ্চার দ্বিতীয় বার অপারেশনের আগে ডাক্তার অবশ্যই আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং এর ফলে কোনো ক্ষতি হতে পারে কিনা তা সবিশেষভাবে আপনাকে জানাবেন।

অ্যাডেনয়েড্ দূরীকরণ

সার্জেন আপনার বাচ্চার কানে গ্রোমেট প্রতিস্থাপনের সময়ই অ্যাডেনয়েড্ দূরীকরণের পরামর্শ দিতে পারেন।

অ্যাডেনয়েড্ ইউস্টেশিয়ান টিউবের অন্তভাগে স্থিত গ্ল্যান্ড যা কখনো কখনো সংক্রামিত হয়ে ফুলে যায় এবং যার ফলে ইউস্টেশিয়ান টিউবের শেষ ভাগ বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রোমেটযুক্ত অবস্থায় সাঁতার এবং স্নান

সার্জারির ঠিক পরেই আপনার ডাক্তার প্রথম ২-৪ সপ্তাহ কানকে শুকনো রাখার পরামর্শ দেন। এর পর গ্রোমেটযুক্ত অধিকাংশ বাচ্চারই কোনো বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন হয় না এবং কানে গ্রোমেট থাকা অবস্থায় স্নান করা বা সাঁতার দেওয়ায় কোনো বাধা থাকে না। তবে কিছু কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে কানে জল ঢুকে সংক্রমণের ফলে বিপদ দেখা দিতে পারে। এরকম অবস্থায় ডাক্তার বিশেষভাবে সাবধান থাকার পরামর্শ দেন।

- আপনার বাচ্চাকে ডাইভিং বা জলে ঝাঁপ দিতে মানা করবেন, কারণ বাহ্যিক চাপের বৃদ্ধির ফলে জল গ্রোমেটকে ঠেলে মধ্যকর্ণে ঢুকে যেতে পারে।
- আপনার বাচ্চাকে দীঘি বা পুকুরে স্নান করতে মানা করবেন, কারণ এই জল ব্যাক্টিরিয়াযুক্ত হওয়ায় আপনার বাচ্চার কানে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- বাচ্চার মাথা ধোওয়ার সময় সাবধান থাকবেন। সাবান জল খুব সহজে গ্রোমেটের ভেতর দিয়ে মধ্যকর্ণে ঢুকে যেতে পারে এবং এই জল দূষিত হলে সহজেই সংক্রমণ ঘটে। এই জন্য আপনার বাচ্চাকে সোজাভাবে বসিয়ে প্রথমে চুল ধোয়াবেন, তারপর গায়ে জল দেবেন। বাচ্চার মাথা পেছনের দিকে ঝুঁকিয়ে রেখে পরিষ্কার জল দিয়ে চুল ধোয়ানো উচিত।

উন্নয়ণশীল দেশে গ্রোমেট প্রতিস্থাপন এবং অ্যাডেনয়েড্ দূরীকরণ নিয়মিতভাবে করা হয়। এর খরচ নির্ভর করে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সরকারী না বেসরকারী তার উপর।

8 ওটোভেন্ট

ওটোভেন্ট, বেলুন এবং নোজপিস দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্র। এটা এমনভাবে তৈরি যা ইউস্টেশিয়ান টিউবটিকে খুলতে সাহায্য করে। বেলুনটিকে নোজপিসে জুড়ে নিয়ে নাকের একটি ছিদ্রে লাগিয়ে অন্য নাকের ছিদ্র এবং মুখ বন্ধ রেখে ব্যবহার করতে হয়। বাচ্চা এই অবস্থায় নাকের হাওয়া দিয়ে বেলুনটি ভরতে থাকে যতক্ষণ না বেলুনটি একটি আঙুরের আকার নেয়। নাকের হাওয়ার চাপে ইউস্টেশিয়ান টিউবটিকে খুলতে সাহায্য করে এবং তার ফলে কানের ভেতরে থাকা তরল পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে।

এই উপায়টি বাচ্চাদের জন্য একটু জটিল পদ্ধতি, এবং বেশি ছোটো বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। গ্লু ইয়ার পরিষ্কার করা বা গ্রোমেট সার্জারির জন্য অপেক্ষা করছে এমন বাচ্চাদের জন্য ওটোভেন্ট একটি অত্যন্ত সহায়ক পদ্ধতি এবং এর ফলে পরের দিকে সার্জারির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। ওটোভেন্ট আপনার বাচ্চার জন্য সঠিক কিনা এবং আপনার দেশে ওটোভেন্ট করা হয় কিনা আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন।

Photo by www.otovent.co.uk

9 হিয়ারিং এইড

গ্লু ইয়ার প্রাকৃতিক নিয়মে পরিষ্কার হয়ে যায় কিনা বা গ্রোমেট অপারেশনের জন্য বাচ্চাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হলে বাচ্চাদের কানে শোনা প্রভাবিত হতে পারে। এই জন্য আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এর ফলে বাচ্চার কথা বলা বা পড়োশোনায় কোনো বাধা আসছে কিনা। যদি তা হয়, তাহলে বাচ্চার জন্য হিয়ারিং এইড নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন বা বাচ্চা যাতে স্কুলে অতিরিক্ত সুবিধা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন।

যে কোনো স্তরের বধিরতায় হিয়ারিং এইড কার্য্যকারী হতে পারে এবং গ্লু ইয়ারযুক্ত বাচ্চাদের জন্য তাদের প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন প্রকারের হিয়ারিং এইড পাওয়া যায়। বেশিরভাগ হিয়ারিং এইড শব্দ বাড়িয়ে কানে শব্দ পৌঁছনোয় সাহায্য করে। অধিকাংশ বাচ্চা তাদের দুটো কানের পেছনে হিয়ারিং এইডটি পরে থাকে। একজন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাক্টিশনারের সাহায্যে হিয়ারিং এইডটি নেওয়া উচিত কারণ হিয়ারিং এইডটি আপনার বাচ্চার উপযুক্ত কিনা তা তিনিই বিচার করে দেন।

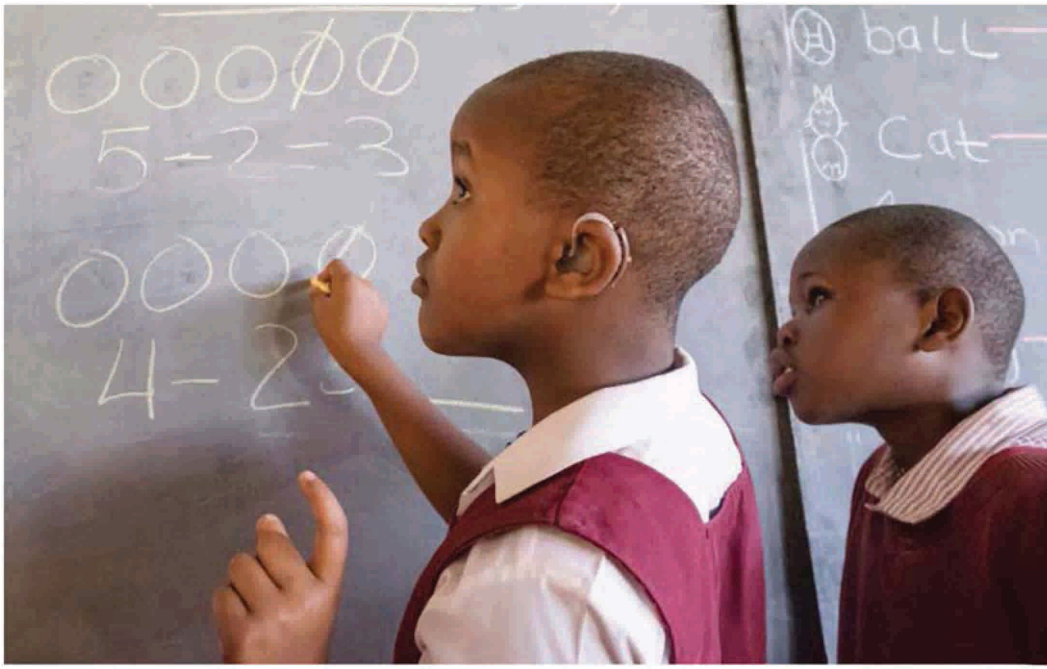

10 কী করলে আমার ছেলে সহজে শুনতে পারে?

আপনার বাচ্চার গ্লু ইয়ার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সনাক্ত হওয়া উচিত, বাব-মা এবং শিক্ষকরা জানেন বাচ্চার শোনার উপর এর প্রভাব কতটা গভীর। যোগাযোগ সম্পর্কিত কিছু সাধারণ পরামর্শ আপনার বাচ্চার বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, সেগুলি হল:

- আপনার বাচ্চার সঙ্গে কথা বলা শুরু করার আগে তার মনযোগ আকর্ষণ করুন - তাকে হাত নেড়ে দেখান বা তার কাঁধে হালকা করে চাপড়ান।
- যথাসম্ভব আপনার বাচ্চার মুখের দিকে তাকান এবং তার চোখে চোখ রাখুন।
- পর্যাপ্ত আলো আছে কি না দেখবেন যাতে আপনার বাচ্চা আপনাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়।
- যে ব্যাপারে কথা বলছেন ঐ দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করবেন যাতে ওর বুঝতে সুবিধে হয়।
- লক্ষ্য রাখবেন আশেপাশের শব্দ যেন একটু কমের দিকে থাকে।

- স্বাভাবিকভাবে কথা বলুন - খুব তাড়াতাড়ি বা জোরে কথা বলবেন না।

আপনার বাচ্চার শিক্ষকের মনে হতে পারে কি, আপনার বাচ্চার কোনো সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু হয়তো তিনি বুঝতে পারছেন না যে এই সমস্যা হচ্ছে আসলে ওর কম শোনার জন্যই। এই জন্য আপনি আপনার বাচ্চার কম শোনার ব্যাপারটি শিক্ষককে জানাবেন যাতে স্কুল আপনার বাচ্চার সুবিধার জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেয়।

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ক্লাসে আপনার বাচ্চার শিক্ষকের কাছে বসতে সক্ষম, যাতে সে শিক্ষকের বলা-কথা ঠিক করে শুনতে এবং বুঝতে পারে, এবং বুঝতে না পারলে পুনরাবৃত্তির জন্য শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা না পায়।

আমাদের পরিচিতি

আমরা উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে বধির শিশুদের জন্য এক নেতৃস্থানীয় অন্তর্রাষ্ট্রীয় সেবা প্রতিষ্ঠান। উন্নয়ণশীল দেশের বধির শিশু ও তরুণদের সম্মুখীন হওয়া বাধা দূরীকরণে আমরা নিরন্তর প্রয়াসী। গত ১৫ বছর ধরে আমরা দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে মিলে এই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছি, যাতে বধির শিশু এবং তরুণরা তাদের পরিবার, শিক্ষা এবং সামাজিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ডেফ চাইল্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড
গ্রাউন্ড ফ্লোর সাউথ, কাসল হাউস
৩৭-৪৫ পল স্ট্রীট, লন্ডন, EC2A4LS

info@deafchildworldwide.org

www.deafchildworldwide.org

ডেফ চাইল্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড, দ্য ন্যাশনাল ডেফ চিল্ড্রেন্স সোসাইটি -র অন্তর্রাষ্ট্রীয় শাখা

The National Deaf Children's Society is a registered charity in England and Wales no.1016532 and in Scotland no. SC040779. JR1430

Deaf Child Worldwide